



হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল আল-হাক্কানী এর সোহবাৎ

সময়ে নামায পড়া

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
আউযু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু' আলা রাসুলিনা মুহাম্মাদিন সায়্যিদীল আউয়ালিনা ওয়াল আখিরীন।
মাদাদ ইয়া রাসুল আল্লাহু মাদাদ ইয়া সাদাতি আসহাবী রাসুল আল্লাহু মাদাদ ইয়া মাশাইখিনা,
শেইখ আব্দুল্লাহ দাগিস্তানী, শেইখ মুহাম্মাদ নাযিম আল-হাক্কানী, দাস্তুর।
তারিকাতুনা সোহবাহ, ওয়াল খাইরু ফি জামিয়াহ।

আল্লাহ (আযযা ওয়া জাল্লা) আমাদের মুসলিমদের জন্য একটি নিয়ামাত পাঠিয়েছেন। তিনি প্রকৃতপক্ষে সব মানুষের জন্যই তা পাঠিয়েছেন কিন্তু মানুষেরা এই নিয়ামাতের মূল্য বুঝতে পারে না। চল আমরা উনার দেয়া নিয়ামাতসমূহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

সেসব নিয়ামাতের একটি হচ্ছে নামায (সালাত)। নামায উত্তম এবং এর অনেক উপকারিতা আছে। এটি আমাদের ভালোর জন্য দেয়া একটি বিশাল নিয়ামাত। কিন্তু কেউ তার মূল্য জানে না। মানুষদের কাছে নামায খুব কঠিন মনে হয়। বেশির ভাগ সময়ই মানুষ নামায ছেড়ে দেয় এবং নামায পরিত্যাগকারীতে পরিণত হয়। পরে আল্লাহ যদি তাদের হিদায়াত দান করেন তাহলে তারা সেই নামাযসমূহের কাযা পড়ার চেষ্টা করে।

অবশ্যই দলবদ্ধভাবে জামাতে নামায পড়ার আলাদা সাওয়াব আছে। প্রতিটি নামাযের আযান আছে। প্রতিটি নামাযের সুন্নাত আছে, তাসবীহ আছে এবং সুন্দরভাবে করণীয় ফারয আছে। আবার অলসভাবে পড়া নামাযও আছে। অথবা তারাও আছে যাদেরকে আল্লাহ নামায দান করেননি এবং তারা জীবনের শুরু থেকে কখনোই নামায পড়েনি। যদি আল্লাহ তাদেরকে হিদায়াত দান করেন তবে তারা তাদের নামাযের কাযা পড়ার চেষ্টা করে। নিশ্চয়ই পরে আদায় করা নামাযের সাওয়াব সুন্নাত এবং আদাবের সাথে সঠিক সময়ে আদায় করা নামাযের এক হাজার ভাগের এক ভাগও নয়। তাই পরে পড়া যাবে ভেবে নামায পরিত্যাগ করা মানে সুবিশাল পরিমাণ পূন্য এবং সাওয়াব পরিত্যাগ করা।

ধর তারা কাযা নামাযগুলো পড়ল কিন্তু সুন্নাত নামাযের কোন কাযা নেই। সেগুলো তারা চিরতরে হারিয়ে ফেলেছে। যদি তোমরা সুন্নাত নামাযগুলো পরে কখনো পড়তেও চাও তা সুন্নাত নামায হিসেবে গণ্য হবে না বরং নাফিলা নামায হিসেবে গণ্য হবে। সুন্নাত নামাযও কয়েক ধরণের আছে, যেমন, সুন্নাত মুয়াক্কাদা এবং গাইরি মুয়াক্কাদা। ফাজর নামাযের সুন্নাত, যুহর নামাযের আগের এবং পরের সুন্নাত, মাগরিব নামাযের পরের সুন্নাত এবং ঈশা নামাযের পরের সুন্নাত, এগুলো সবই সুন্নাত মুয়াক্কাদা, এগুলো পড়তেই হবে।

অতঃপর আছে অন্যান্য সুন্নাত। যেমন, যুহর নামাযের শেষ দুই রাকাত সুন্নাত নামায পড়া



হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল আল-হাক্কানী এর সোহবাত

ধার্ষকৃত। আমরা সেটাকে যুহরের পরের দুই রাকাত সূনাত মুয়াক্কাদার সাথে মিলিয়ে চার রাকাত করে পড়ি। এটি অধার্ষকৃত। আসর নামাযের প্রথমে চার রাকাত সূনাত এবং মাগরিব নামাযের প্রথম দুই রাকাত সূনাতও অধার্ষকৃত। কিন্তু যদিও এই নামাযসমূহ অধার্ষকৃত তবুও তাদের মর্যাদা নাফিলা নামায থেকে অনেক উপরে।

এই জন্যই মানুষদের নামাযকে হালকাভাবে নেয়া উচিত নয় এবং সূনাত নামাযগুলোকেও হালকা ভাবে নেয়া উচিত নয়। ফারয নামাযের কাযা পড়া যায় কিন্তু সূনাত নামাযের কোন কাযা নেই। যদি তুমি তা হারিয়ে থাকো তাহলে ইতিমধ্যেই তুমি বিশাল পরিমাণ পুরস্কার হারিয়েছ।

হয়ত তুমি নামায পড়বে অথবা পড়বে না। আমি এসব বলছি শুধুমাত্র যেন তুমি আরও সাওয়াব এবং আরও পূণ্য অর্জন করতে পারো সেজন্য। আমি সেসব মানুষকে এ ব্যাপারে সচেতন করছি যারা আরও ভালোভাবে তাদের আখিরাত তৈরী করতে চায়। যদি এমন মানুষ থাকে যারা একেবারেই নামায পড়ে না তাদের জন্য আমার উপদেশ হচ্ছে এখনই অন্তত দিনে দুই ওয়াক্ত করে নামায পড়তে শুরু করা। তারা নামাযে অভ্যস্ত হওয়া পর্যন্ত দিনে দুই ওয়াক্ত করে। যখন তারা এতে অভ্যস্ত হয়ে যাবে তখন ইনশাআল্লাহ্ তারা সব ওয়াক্তেই নামায পড়বে এবং যেগুলো আগে পড়তে পারেনি সেগুলোরও কাযা পড়ে নিবে।

নামায হচ্ছে সেই ইবাদাত যাকে আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) বলেছেন, “আমার দুই চোখের আলো”। যারা নামায পড়ে তারা দুনিয়াতেও উপকার পায়। যারা নামায পড়ে না তাদের দু’আ কবুল হয় না। শেইখ মাওলানা (কাদ্দাস আল্লাহু সিররুহু) বলেছেন, যারা নামায পড়ে না তাদের জন্য কেউ যদি দু’আ করে তাও কবুল হয় না। আল্লাহর একজন ওয়ালীও যদি নামায না পড়া মানুষদের জন্য দু’আ করেন সেই ওয়ালীর দু’আ কবুল হবে না। শেইখ মাওলানা বলতেন, “আমি তোমাদের জন্য দু’আ করছি, তোমাদেরও অন্ততপক্ষে দিনে দুই রাকাত নামায পড়তে হবে।”

আল্লাহ্ (জাল্লা জালালুহু) আমাদের জন্য ইবাদাত করা সহজ করে দিন ইনশাআল্লাহ্। আল্লাহ্ (আযযা ওয়া জাল্লা) আমাদেরকে অলসতা থেকে রক্ষা করুন, ইনশাআল্লাহ্।

ওয়া মিনাল্লাহ আত-তাওফিক

আল-ফাতিহা।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল
১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬/ ৬ জুমাদ আল-আউয়াল ১৪৩৭
ফাজর নামায, আকবাবা দারগাহ।